২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৯৫ শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী সেন্টার অব
কালচার এণ্ড এডুকেশন ও শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্টি পরিষদের
একাদশ প্রতিষ্ঠা দিবসে

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষণ

শ্রেষ্ঠ সেবা

Manabendra Datta
Rabindra Nagar
Chakdaha, Nadia.

কালচার এবং
বিশেষ প্রকাশ

: বিশেষ প্রকাশ :

অক্ষয় তৃতীয়া

২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৬, ৮ই মে, ১৯৮৯

: প্রকাশক :

© বালক ব্রহ্মচারী সেণ্টার অব কালচার এণ্ড এডুকেশন
৩৪৮, গাঙ্গুলী বাগান, নাকতলা, কলিকাতা-৭০০ ০৪৭

: প্রাপ্তিস্থান :

(১) বালক ব্রহ্মচারী ধাম, সুখচর, ২৪ পরগণা (উঃ) ৭৪৩১৭৯
(২) বালক ব্রহ্মচারী সেণ্টার অব কালচার এণ্ড এডুকেশন
৩৪৮, গাঙ্গুলী বাগান, নাকতলা, কলিকাতা-৭০০ ০৪৭

রায়চৌধুরী প্রিণ্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং সার্ভিস, ১এ, হুজরীমল লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০১৪ কর্তৃক শিবশঙ্কর প্রেস,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : এক টাকা

২৩শে কার্তিক, ১৩৯৫ শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী সেন্টার অব কালচার এণ্ড এডুকেশন ও শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্টি পরিষদের একাদশ প্রতিষ্ঠা দিবসে

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষণ

শ্রেষ্ঠ সেবা

মানুষের বহুরকম সেবা আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সেবা হ'ল প্রকৃতির বেদ, প্রকৃতির তত্ত্ব পরিবেশন করা। এই তত্ত্ব যে যত বেশী স্পষ্ট করে পরিবেশন করতে পারবে তত বেশী তার মূল্য।

গো-দান থেকে আরম্ভ করে 'লাবসি' বিতরণ, কম্বল বা বস্ত্র বিতরণ, অন্ন বিতরণ, দেশের ও দশের সেবা—সব সেবারই মূল্য আছে। কিন্তু এখানকার সেবা এখানেই শেষ। সেবা তো এখানে হাজার রকমের আছে। যত রকমের সেবাই থাক, যত রকমের মহৎ কাজই পৃথিবীর বুকে থাক, সব থেকে শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করি, মহৎ কাজ বলে বলে মনে করি, নিজেকে জানা, বিশ্বতত্ত্বকে জানা।

কেন জন্ম হ'ল, কোথা থেকে কি ভাবে এলাম, কোথায় যাব? এই আসা-যাওয়ার মাঝখানেই বা কি হবে? কি আমাদের করণীয়? এই সেবা আজ পর্যন্ত কেউ ঠিকমত পরিবেশন করে যেতে পারে নি।

সব সেবাই এখানে খুঁজে পাওয়া যায় গল্পগুচ্ছের মত। এখানকার সেবা এখানেই শেষ।

সেবা হ'ল আত্মতৃপ্তি—'আমি দশ হাজার কম্বল বিতরণ করলাম, বস্ত্র বিতরণ করলাম, কত স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করলাম। এখানে থাকতে গেলে সবটাই দরকার। কিন্তু পরবর্তী ফলাফলটা তো দেখা দরকার। এখানকার সেবাগুলো সবই সাময়িক। রোগীর সেবা ভালভাবে হলে তবেই হাসপাতালের সার্থকতা। তা না হলে তো সবই গেল। এখানকার যত সেবা, যারা থাকবে না তাদেরই সেবা করছি।

আসল সেবা কি আজ পর্যন্ত কেউ সে প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে নি। কেন এসেছি? কোথায় যাব? সৃষ্টির কি প্রয়োজন? এখানকার এই 'লটবহর বইবার' জন্যই কি সৃষ্টি সবার? সুতরাং এখানকার যত রকমের সেবা সব লটবহরের সেবা, প্ল্যাটফর্মের সেবা। এদেরও দরকার আছে, কিন্তু তা সাময়িক। এর পরবর্তী ফলাফল সম্পর্কে তো দেখা দরকার।

কি করে জ্ঞান আসবে, বিচার আসবে? জন্মই বা কেন, মৃত্যুই বা কেন? মৃত্যুর পর কিছু আছে কি নেই? এ সম্পর্কে আজও কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারে নি। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শাস্ত্র ও দর্শনের বই বের হয়েছে, কিন্তু মৃত্যুর পর কি আছে, কে কোথায় যায় সেটা আজও এখানে ধারণা আর কল্পনাতেই রয়ে গেছে। ধারণা বা কল্পনা যেটা সেটা সেবা নয়। সেটা সবাইকে বিভ্রান্ত করে। সুতরাং আমি কৃষ্টি পরিষদের সন্তানদের বলছি, 'খুঁজে বের কর আত্মতত্ত্ব। এর পর কোথায় যাবে? মৃত্যুর পর

আবার যে জন্ম হয় তার রহস্য উদ্‌ঘাটন কর।' শুধু মুখে মুখে বললে তো চলবে না। প্রমাণ দিতে হবে। প্রমাণের মাধ্যমে সব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলতে হবে।

'অমুক দর্শনে, অমুক শাস্ত্রে আছে, অমুক ঋষি-মুনি বলেছেন, এখানকার বড় বড় দার্শনিকেরা বলেছেন'—এতে কিছুই হবে না। সবাই যে একজায়গায় গিয়েই থেমে গেছেন। আর এগিয়ে যেতে পারেন নি,। সঠিক উত্তরটা কেউ তো দিতে পারে নি। আমি চাইছি সেই শেষ উত্তরটা। সে উত্তর আমাকে দিতেই হবে। সে উত্তর দিতে না পারলে জীবনটাই বৃথা। তা না হলে সবাইকে সেই মিথ্যার মাঝে, কল্পনার মাঝে ফেলে দেওয়া হবে। তাই শেষ উত্তরটাই চাই। অন্য কথা আমাদের চলবে না। আমরা চাই প্রত্যক্ষ অনুভূতি। প্রত্যক্ষ অনুভবের মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে যেন প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে জন্মের আগে কোথায় কিভাবে ছিল, মৃত্যুর পরই বা কোথায় যাবে। আর, কেনই বা জীবের এখানে আসা? এটা একটা বিরাট রহস্য রয়ে গেছে আজও। এই রহস্যের সমাধান করতে হবে। সকল বৃত্তান্ত খোলাখুলি ভাবে জীবজগতের সবাইকে অবগত করতে হবে। তার জন্য নিয়ম-কানুন, ফর্মুলা যা আছে সব উদ্‌ঘাটন করতে হবে। সবাই যেন সব কিছু সঠিকভাবে বুঝতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

দর্পণে মুখ দেখলে যেমন বুঝতে পারা যায় মুখের কোথায় কোন দাগটা আছে, আমাদের তেমনি এমন একটি দর্পণ তৈরী করতে হবে যেন তার দিকে তাকালে সবাই বুঝতে পারে জন্মের

আগের কথা আর মৃত্যুর পরের কথা। তখন আর কোন হিতোপদেশের দরকার হবে না। প্রতিটি কর্মের ফলাফল যদি জানতে পারে সবাই তা হলে কেউ আর কোন অন্যায় করবে না। ভয়-ভীতিতে কেউ অন্যায় করার কথা মনেও ভাববে না।

আজকের এই যে কত হিতোপদেশ, 'এই কর, সেই কর'। করতে মানুষের আপত্তি নেই যদি সে সব করার ফলটা জানতে ও বুঝতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে না জানলে মুখে মুখে কোন কাজের ফলাফল বুঝা যায় না। গুরুত্বপূর্ণ কথাটা আমি বললাম। এ বিষয়ে কৃষ্টি পরিষদের সংগঠনে তোমরা যারা আছ তারা কি বল?

বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি ভারতবর্ষের বুকে অনেকেই এসেছেন। এখানকার শাস্ত্র গ্রন্থের পাতা অনেক কথায় ভরে গেছে। কিন্তু আসল বস্তুর সন্ধান আজও কেউ দিতে পারছে না। অঙ্কের খাতায় আজও তাই কেউ হিসাব মেলাতে পারছে না। এগুলোই তোমাদের সাধনা—সত্যিকারের সেবা। এই ফল যতদিন না মিলবে, জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের সঠিক সমাধান প্রমাণের মাধ্যমে যতদিন না মিলবে ততদিন আমাদের সেবায় ত্রুটি থেকেই যাবে। খুঁজে বের করতে হবে কোথায় এর ফাঁক। মনে থাকবে তো? তোমাদের সবার কাছে বারে বারে বলছি একই কথা।

দেখতে দেখতে আবার এসেছে জন্ম-তারিখ। কালকে গেছে তিথি। কালকের অমাবস্যা তিথি আজও আছে। বয়স কিন্তু বেড়ে গেছে একদিন। সবারই বয়স বাড়ছে। টিক্ টিক্ করে সময় চলে যাচ্ছে। জীবনভর এই যে টিক্ টিক্ চলছে, জীবনের

ব্যাটারি যখন ফুরিয়ে যাবে তখন কিন্তু টিক্ টিক্ বন্ধ হয়ে যাবে। (জীবনের) ঘড়ি কিন্তু ১২টার কাঁটায় গিয়ে আর পৌঁছবে না। কিন্তু ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেলে কোথায় যাবে সবাই সে প্রশ্নই করছি তোমাদের। এর পর কি হবে? যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের সঙ্গে তো তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না। তারা তো কেউ তোমাদের এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না। জবাব দিচ্ছে রাম, শ্যাম, যত্নু, মধু। তা'তে তো চলবে না।

আমি দেখব খাতার অঙ্ক Correct Answer দিচ্ছে কিনা। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই ৫/৬ বৎসর বয়স থেকে পড়ে আছি। তারপর থেকে কত কি তো দেখলাম। এখনও দেখছি। সবাই দেখছি আসল বস্তুর সন্ধানে না গিয়ে কেবল ধারণা আর কল্পনার মাঝেই ঘুরছে আর বিভ্রান্ত হচ্ছে। তাঁদের অনেকেরই পাণ্ডিত্য আছে, বিশ্লেষণ আছে। ব্যাকরণে, কাব্যে, সাহিত্যে, শব্দ-সম্ভারে তাঁরা সবাই বিদ্যার জাহাজ। কিন্তু সেই বিদ্যা যদি অবিদ্যা হয়ে যায় তা'হলে কি লাভটা হ'ল? বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে কত দর্শন, কত শাস্ত্র, কত তত্ত্ব ও তথ্যই তো তোমার কাছে। কিন্তু কোনটাই তো তোমার অন্তরের জিহ্বায় বা দৃষ্টিতে সাড়া দিচ্ছে না। এ যেন পেটের অসুখের রোগীকে নিমন্ত্রণ করে ৫০ পদ খাবার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনটাই সে খেতে পারছে না। শেষবেলা এল বার্লি। তাতেই সে একটু স্বাদ পেল। নিমন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। আগে খুঁজে বের কর, দেখ কোথায় কি আছে। বড় বড় কথা তো গ্রন্থের পাতায় অনেক আছে। এ সব কথা দিয়ে তো তোমার চিড়া

ভিজবে না। আসল কথা তো একটাই। একটাই তো মা কথা—'কোথায় ছিলাম, কেন এলাম, কোথায় যাব'?

এই পর্দাটা যদি খুলতে পার তবেই জীবনযাত্রার পথ সহ হয়ে যাবে। তখন দেখবে একটি ব্যক্তিও আর চুরি-ডাকাতি ছিনতাই বা রাহাজানি করবে না। এত যে হিতোপদেশ, সৎ কথ সৎ উপদেশ—এর কোন কিছুরই আর প্রয়োজন হবে না। তাই বার বার করে তোমাদের, কর্মীদের খুঁজে বের করতে বলছি জন্ম মৃত্যুর রহস্য। যেদিন এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবে সেদি আর কোন গ্রন্থের দরকার হবে না। প্রত্যেকেই তোমরা এ একটি বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। সেদিন আর অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন হবে না।

জনৈক শিষ্য—বাবা, এই রহস্যের সন্ধানটা তুমি দিয়ে যাবে তো

ঠাকুর—যোগাযোগসূত্রে সন্ধানটা শতেক গাঁথার মাঝে আ বলেই তো কথাটা বলছি বার বার করে। সন্ধানটা গাঁথ আছে বলেইতো একটা সুরাহা দরকার। এই সুরাহার সুব্যবস্থা যেদিন হবে সেদিন মানুষের মন থেকে সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে কোন দ্বন্দ্বই আর থাকবে না। কাউকে আর দ্বন্দ্বের দোলনায় দুলতে হবে না। এখন যার কথায় চলছ সবাই, সে সবই তো ধারণা কানকথা। তখন সবাই বুঝতে পারবে, না জেনে, না বুঝে ধারণা বা কানকথায় বিশ্বাস করে চলা অন্যায়, অপরাধ।

আজ যা নিয়ে সবাই আলোচনা আর সমালোচনা করছে তার মূলে সবই তো ধারণা,—'অমুক ঋষি বলেছেন, অমুক সেবাইৎ বলেছেন।'

দাড়ি, গোঁফ আর বড় বড় জটা নিয়েই তো সবাই জট পাকিয়ে বসে আছে। কিন্তু তারা পেলটা কি? আসল বস্তু কোথায়? আমি একজন জটাওয়ালা সাধুকে বলেছিলাম, 'বাপুহে, ৫।৬ হাত জটা তৈরি করেছ। জটে জট পাকিয়েই বসে আছ। জটতো আর খুলতে পারলে না। এগুলো এবার কেটে বাদ দিয়ে, পরিষ্কার হয়ে যাও। দেখ আসল বস্তু কোথায়।'

আমাদের চোখ, কান, জিহ্বা, নাক সবাইতো সচেতন। আসল বস্তু পেলে দেখবে সকল ইন্দ্রিয়ই তোমার সাথে হাত মেলাবে। আর, আজ কি হচ্ছে? তুমি যত অন্যায় অপরাধ করছ, তোমার চেতন-চৈতন্য, যাকে বিবেক বলে, সে কিন্তু কিছুতেই তোমার সাথে হাত মেলাচ্ছে না। সে বলে, 'আমাকে দিয়ে যা কিছু করাও আমি করে যাব ঠিকই, কিন্তু কিছুতেই তোমার সাথে হাত মেলাবো না।' সচেতন যাকে বলে, যাকে বলে বিবেক, সে কিন্তু কিছুতেই তোমার সাথে হাত মেলাবে না। যেদিন তোমার সাথে বিবেক যোগ দেবে, সকল ইন্দ্রিয় যেদিন তোমার সাথে হাত মেলাবে, সেদিন দেখবে কত বড় বন্ধু তারা।

আজ এই চোখ, কান ও জিহ্বা দিয়ে কত কি শয়তানি করছ। এ সব অন্য কেউ না জানলেও তোমার ইন্দ্রিয়গুলো কিন্তু সাক্ষী রয়ে গেল। প্রকৃতির দরবারে যখন বিচার উঠবে তখন এই চোখ, কান আর জিহ্বাই গিয়ে বলবে, 'আমাদের দিয়ে কত কি শয়তানি করিয়েছে, পকেট মারার বুদ্ধি দিয়েছে, দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে নানাভাবে অত্যাচার করেছে।' এরা যখন প্রকৃতির দরবারে গিয়ে তোমার সকল অপকীর্তির সাক্ষী দেবে তখন তুমি কী বলবে?

বিবেক যখন জানিয়ে দেবে, 'আমি প্রতি মুহূর্তে হুঁশিয়ার ক দিয়েছি এদের, কিন্তু আমার কথা কেউ শোনে নি তখন,' তঃ তোমরা কি করবে একবার ভেবে দেখেছ? সুতরাং আমরা এ চাই না।

চোখ কিন্তু আলাদা, কান বা জিহ্বা কিন্তু আলাদা। দে অঙ্গে জড়িত আছে বলে মনে কর না ওগুলো সব তোম অধীন। সব আলাদা আলাদা যন্ত্র। মনে কর এগুলো সব ম উপমন্ত্রী। তোমার কর্মচারী হয়েই কাজ করে যাচ্ছে। বি প্রকৃতির বিচারে এদের যখন ডাক পড়বে এগুলি সব বিগড়ি যাবে। তাই সবাই তোমরা হুঁশিয়ার হও।

তিনটি আঙ্গুল দিয়ে নাড়ি (Pulse) যখন দেখে তখন বায়ু পি কফ তিনজনে তিনটা কথা বলে। Heart কিন্তু চলছে, Stomac কিন্তু চলছে, Lever চলছে। এরা একে অপরের সাথে হ মিলিয়ে আছে ঠিকই। কিন্তু এটা সত্যিকারের মেলানো নয় সত্যিকারের হাত মেলাবে সেদিন যেদিন বুঝবে প্রকৃতির উদ্দেশ্য প্রকৃতির উদ্দেশ্যটা কি সেই কথাটা খোঁজার জন্য পাহাড় প্রম গ্রন্থ তৈরী হয়ে গেছে। কিন্তু এতে পাবেটা কি? এগুলে নিংড়ালে এক ফোঁটা জলও কেউ বের করতে পারবে না। বি আমরা চাই ঐ একটা মহাসুর ঐ একটা কথা যে কথায় স কথা খুঁজে পাওয়া যায়—'যে কথায় সব বিবরণ, সব আখ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়।' তখন কি আর এখানকার পণ্ডিতদে ভাষ্যের প্রয়োজন হবে? এখানকার শাস্ত্রকারদের পাণ্ডিত্য আছে ভাষা আছে, ব্যাকরণ আছে, শব্দসম্ভার আছে। এগুলোতো পাত্র

এখানকার পাত্রটা ভাল, কিন্তু পাত্রের ভেতরকার বস্তুটা ভাল নয়। পাত্রটা এখানে ঠিকই আছে। কিন্তু তার ভাণ্ডার থেকে বস্তুটা আর খুঁজে পাওয়া যায় না।*

এত কষ্ট করে বললাম তবু সব বলা হ'ল না। হৃদ্‌কার গিঁঠটুটা রয়ে গেছে। ওটা খুলে দিতে পারলেই সব হয়। চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-বাতাস, জল-মাটি যেভাবে আবহমানকাল হতে জীব-জগতের সেবা করে চলেছে, আমি মনে করি তার চেয়েও মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ সেবা হ'ল ঐ সেবা যে সেবার কথা তোমাদের বললাম। এটাই সবচেয়ে বড় সেবা সেটা ভাল করে তোমরা বুঝে নিও। জীবনের বাকী দিনগুলো যেন তোমাদের সাথে একত্র হয়ে থাকতে পারি আর যাওয়ার আগে যেন এ শেষ কথাটা আরও পরিষ্কার ভাবে সবার কাছে বলে দিয়ে যেতে পারি। তবেই হবে আমার প্রকৃত সেবা। তবেই আমার এখানে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হবে। সেই কথাটা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই হবে আজকের সকল সমস্যার সমাধান। কৃষ্টি পরিষদ যেন আমার এই কথাটা ছাপিয়ে সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

---

* আমরা যেন বিশ্লেষণমুখী হয়ে সত্যিকারের আসল বস্তুকে জানিতে পারি। গল্প বা কল্পনা আমাদের ধর্ম নয়। ভাব-উচ্ছ্বাস আমাদের ধর্ম নয়। আমাদের ধর্ম প্রকৃতির সত্যিকারের উদ্দেশ্যকে জানা। কেন এলাম? কোথায় যাব? আজ যা রহস্যের আকারে অন্ধকারে রয়েছে আমরা যেন সেটা পরিষ্কার করে খুলে দিয়ে সবাইকে সেই মহাসুরের বার্তা জানিয়ে দেবার মহান সেবায় ব্রতী হয়ে কাজ করে যেতে পারি।